

# মণ্ডলীর প্রতি একটি সতর্কবাণী: আধুনিক মতবাদগত ভিন্নতার প্রেক্ষাপটে থিয়াতিরার প্রতিধ্বনি

## ভূমিকা

প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে, যিশু এশিয়া মাইনরের সাতটি মণ্ডলীকে সম্বোধন করে প্রশংসা, তিরস্কার এবং অনুতাপের আহ্বান জানান। এগুলোর মধ্যে, থিয়াতিরার মণ্ডলীর প্রতি বার্তাটি (প্রকাশিত বাক্য ২:১৮-২৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা মরমনবাদ (মরমন পুস্তক সহ) এবং নতুন নিয়মের মধ্যকার মতবাদগত অসঙ্গতির এই সংকলনটি উপস্থাপনের জন্য উপযুক্ত। যিশু নিজেকে স্বেচ্ছায় পুত্র, যাঁর চোখ অগ্নিশিখার মতো এবং যাঁর চরণ উত্তম পিতলের মতো; বলে বর্ণনা করে থিয়াতিরার মণ্ডলীর কাজ, প্রেম, সেবা, বিশ্বাস এবং ধৈর্যের প্রশংসা করেন এবং উল্লেখ করেন যে তাদের শেষে কাজ প্রথম কাজের চেয়েও বেশি। তবে, তিনি তাদের কঠোরভাবে তিরস্কার করেন; সেই নারী ইয়েজেবেলকে সহ করার জন্য, যে নিজেকে ভাববাদিনী বলে দাবি করে, আমার দাসদের ব্যভিচার করতে ও প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বস্তু খেতে শিক্ষা দেয় ও প্রলুব্ধ করে; এই ভণ্ড নবী বিশ্বাসীদেরকে মতবাদগত ও নৈতিক আপোসের দিকে চালিত করে, যা নিউ টেস্টামেন্টের মতবাদ থেকে ভিন্ন শিক্ষা সত্ত্বেও জোসেফ স্মিথকে মরমনবাদের সত্য নবী হিসেবে মেনে নেওয়ার ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

যিশু তাকে ও তার অনুসারীদের উপর কঠোর বিচারের বিষয়ে সতর্ক করেন, যদি না তারা অনুতাপ করে। তিনি “আমার আগমন পর্যন্ত তোমাদের যা আছে তা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখার” প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন এবং যারা জয়ী হবে তাদের জন্য পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন, যার মধ্যে রয়েছে জাতিসমূহের উপর কর্তৃত্ব এবং প্রভাতী নক্ষত্র। ঠিক যেমন থিয়াতিরাকে সেইসব মিথ্যা ভাববাদী প্রভাব প্রত্যাখ্যান করার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল যা মূল সত্যকে বিকৃত করেছিল, তেমনি এই দলিলটি নতুন নিয়মের পর্যাণ্ততার বাইরে অতিরিক্ত প্রত্যাদেশ ও ভাববাদীদের গ্রহণ করার ফলে উদ্ভূত দ্বন্দ্বগুলো পরীক্ষা করে। এটি যিশুর এই উপদেশের সাথে সঙ্গতি রেখে এই ধরনের প্রলোভনের বিরুদ্ধে বিচক্ষণতা অবলম্বনের জন্য আহ্বান জানায়: “যার কান আছে, সে শুনুক পবিত্র আত্মা মণ্ডলীগুলোকে কী বলছেন।”

মরমনদের দৃষ্টিভঙ্গি ভারসাম্যের জন্য পরিচিত, তারা প্রায়শই এগুলোকে হারিয়ে যাওয়া সত্যের পুনরুদ্ধার হিসেবে দেখে, কিন্তু এর মূল কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে সরাসরি মতপার্থক্যগুলো। প্রত্নতাত্ত্বিক দাবিগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলেও সেগুলোকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়, কারণ এগুলো নতুন নিয়মের সরাসরি মতবাদগত বিরোধের চেয়ে ঐতিহাসিক বৈধতার সঙ্গে বেশি সম্পর্কিত।

## মরমনবাদ/মরমন গ্রন্থের মতবাদ এবং নতুন নিয়মের মতবাদের মধ্যে সংকলিত বৈপরীত্যসমূহ

### ১. ঈশ্বরের প্রকৃতি (একেশ্বরবাদ বনাম বহুত্ববাদ)

নতুন নিয়মের মতবাদ: নতুন নিয়ম কঠোর একেশ্বরবাদকে সমর্থন করে—অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর। উদাহরণস্বরূপ, ১ তীমথিয় ২:৫ এবং যোহন ১:১ পদে গ্রিক পাঠে ‘এক ঈশ্বর’-এর উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যেখানে একাধিক দেবতা বা দেবত্রে উত্তরণের কোনো সুযোগ নেই।

মরমন মতবাদের বৈসাদৃশ্য: মরমনবাদ একাধিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব শিক্ষা দেয়, যেখানে পিতা ঈশ্বর হলেন একজন মহিমাষিত পুরুষ যাঁর একটি শারীরিক দেহ রয়েছে, যিশু হলেন তাঁর আক্ষরিক প্রথমজাত আত্মিক সন্তান (সকল মানুষ এবং এমনকি লুসিফারও তাঁর আত্মিক ভাইবোন), এবং বিশ্বস্ত মানুষের ঈশ্বর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা (মহিমাষিতকরণ)।

## ২. পরিত্রাণ (কেবলমাত্র বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহে বনাম কর্মের পরে অনুগ্রহে)

নতুন নিয়মের মতবাদ: পরিত্রাণকে বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা মানুষের কর্মকে স্পষ্টভাবে বর্জন করে (ইফিষীয় ২:৮-৯, রোমীয় ১১:৬)।

মরমন মতবাদের বৈসাদৃশ্য: মরমনবাদ পরিত্রাণ শিক্ষা দেয় (সাধারণ পুনরুত্থান সার্বজনীন, কিন্তু উচ্চতর রাজ্যে উন্নীত হওয়ার জন্য বিশ্বাসের পাশাপাশি বাপ্তিস্ম, মন্দিরের বিধি-বিধান, দশমাংশ প্রদান এবং আইন-কানুন পালনের মতো কর্মের প্রয়োজন হয়)। মরমন গ্রন্থে বলা হয়েছে, অনুগ্রহ আসে □□□□□;আমাদের সাধ্যমতো সবকিছু করার পরেই□□□□□; (২ নেফি ২৫:২৩)।

## ৩. বিবাহ ও পরকাল (পুনরুত্থানে বিবাহহীনতা বনাম অনন্তকালীন বিবাহ)

নতুন নিয়মের মতবাদ: বিবাহ পার্থিব এবং পুনরুত্থানে তা স্থায়ী হয় না (মথি ২২:৩০)।

মরমন মতবাদের বৈসাদৃশ্য: মরমনবাদ মন্দিরে সীলমোহরের মাধ্যমে চিরস্থায়ী বিবাহের উপর জোর দেয়, যেখানে যোগ্য দম্পতির চিরকাল বিবাহিত থাকে।

## ৪. যাজকীয় কর্তৃত্ব (বিশ্বাসীদের সার্বজনীন যাজকত্ব বনাম একচেটিয়া শ্রেণিবদ্ধ যাজকত্ব)

নতুন নিয়মের মতবাদ: কোনো পৃথক যাজক শ্রেণীর প্রয়োজন ছাড়াই সকল বিশ্বাসী মিলে একটি রাজকীয় যাজকগোষ্ঠী গঠন করে (১ পিতর ২:৯)।

মরমন মতবাদের বৈসাদৃশ্য: মরমনবাদ একটি স্বতন্ত্র অ্যারোনিক ও মেলকিসেডেক যাজকপদ দাবি করে, যা কেবল যোগ্য পুরুষদের দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়।

## ৫. ধর্মগ্রন্থের পর্যাপ্ততা এবং অতিরিক্ত সুসমাচারের প্রয়োজন নেই (ধর্মগ্রন্থই বিশ্বাসীকে পূর্ণতা দান করে, বনাম অতিরিক্ত প্রত্যাদেশের প্রয়োজনীয়তা)

নতুন নিয়মের শিক্ষা: শিক্ষার জন্য এবং বিশ্বাসীদের প্রস্তুত করার জন্য পবিত্র শাস্ত্রই যথেষ্ট (২ তীমথিয় ৩:১৬-১৭, গালাতীয় ১:৮)।

মরমন মতবাদের বৈসাদৃশ্য: মরমনবাদ একটি উন্মুক্ত ধর্মগ্রন্থের সংকলন অনুসরণ করে, যেখানে বুক অফ মরমন হলো □□□□□;যিশু খ্রিস্টের আরেকটি সাক্ষ্য□□□□□; এবং এটি একটি চলমান প্রত্যাদেশ।

## ৬. খ্রিষ্টে জাতিগত বা নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য (সমতা বনাম অভিশাপ বা সীমাবদ্ধতা)

নতুন নিয়মের মতবাদ: খ্রিষ্টে জাতিগত ভেদাভেদ বিলুপ্ত হয় (গালাতীয় ৩:২৮)।

মরমন মতবাদের বৈপরীত্য: বুক অফ মরমন কালো ত্বককে ঐশ্বরিক অভিশাপের সাথে যুক্ত করে, এবং এলডিএস চার্চ ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত আফ্রিকান বংশোদ্ভূতদের যাজকত্বে প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ রেখেছিল।

## ৭. যিশুর জন্মস্থান (জেরুজালেম বনাম বেথলেহেম)

নতুন নিয়মের মতবাদ: যিশু বিশেষভাবে বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (মথি ২:১)।

মরমন গ্রন্থের বৈসাদৃশ্য: আলমা ৭:১০ পদে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে যিশু □□□□□;আমাদের পূর্বপুরুষদের দেশ জেরুজালেমে মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন।□□□□□;

## ৮. ক্রুশবিদ্ধকরণের সময় অন্ধকারের সময়কাল (তিন দিন বনাম তিন ঘণ্টা)

নতুন নিয়মের মতবাদ: ক্রুশবিদ্ধ করার সময় তিন ঘণ্টা ধরে দেশ অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিল (মথি ২৭:৪৫)।

মরমন গ্রন্থের বৈসাদৃশ্য: হেলাম্যান ১৪:২০,২৭ এবং ৩ নেফাই ৮:৩,২৩-এ তিন দিনের অন্ধকারের বর্ণনা রয়েছে।

## ৯. মহাযাজকত্বের কাঠামো (একই সাথে একাধিক মহাযাজক বনাম একবারে একজন মহাযাজক)

নতুন নিয়মের মতবাদ: এক সময়ে কেবল একজন মহাযাজকই সেবা করতেন, এবং যিশু হলেন চূড়ান্ত ও একক মহাযাজক (ইব্রীয় ৮:৬-৭, মথি ২৬:৩)।

মরমন গ্রন্থের বৈসাদৃশ্য: মোসায়ী ১১:১১, আলমা ১৩:৯-১০, এবং হেলাম্যান ৩:২৫-এ একাধিক মহাযাজকের একই সময়ে দায়িত্ব পালনের বর্ণনা রয়েছে।

## ১০. নতুন নিয়মের অংশবিশেষ লেখার পূর্বেই উদ্ধৃত করা (কালানুক্রমিক অসঙ্গতিপূর্ণ উদ্ধৃতি বনাম ঐতিহাসিক অনুক্রম)

নতুন নিয়মের মতবাদ: নতুন নিয়মের পাঠ্যগুলি পুনরুত্থানের পরে রচিত হয়েছিল (যেমন, ১ করিন্থীয় ১২:৪-১১)।

বুক অফ মরমন বৈসাদৃশ্য: মোরোনি ১০:৮-১৭ এবং মোরোনি ৭:৪৮-এ নতুন নিয়মের অনুচ্ছেদগুলো কালানুক্রমিকভাবে পুনরুৎপাদন করা হয়েছে।

## ১১. প্রভুর প্রার্থনার স্তবগান (পরবর্তী সংযোজনের অন্তর্ভুক্তি বনাম মূল পাণ্ডুলিপিতে অনুপস্থিতি)

নতুন নিয়মের মতবাদ: প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিগুলিতে প্রভুর প্রার্থনা কোনো স্তবগান ছাড়াই শেষ হয় (মথি ৬:১৩)।

মরমন গ্রন্থের বৈসাদৃশ্য: ৩ নেফি ১৩:১৩ পদে সম্পূর্ণ কেজেডি স্তবগানটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

## ১২. পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীর উপর নতুন নিয়মের ভাষ্যের ভুল আরোপ (মিশ্র উদ্ধৃতি বনাম স্বতন্ত্র উৎস)

নতুন নিয়মের মতবাদ: প্রেরিত ৩:২২-২৬ পদ দ্বিতীয় বিবরণের ভাবানুবাদ করে, কিন্তু এতে কিছু স্বতন্ত্র উপাদানও যোগ করা হয়েছে।

মরমন গ্রন্থের বৈসাদৃশ্য: ৩ নেফাই ২০:২৩-২৬ পদে পিতরের নতুন নিয়মের সংযোজনগুলোকে মূল ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

## ১৩. মণ্ডলী বা খ্রীষ্টের দেহের অস্তিত্ব (পুনরুত্থানের পূর্বের প্রতিষ্ঠা বনাম পুনরুত্থানের পরের গঠন)

নতুন নিয়মের মতবাদ: খ্রীষ্টের দেহরূপে মণ্ডলী যীশুর পুনরুত্থানের পরে গঠিত হয় (ইফিষীয় ১:২২-২৩)।

মরমন গ্রন্থের বৈসাদৃশ্য: মোসায়ী ১৮:১৭ এবং মোসায়ী ১৫:৫-এ যীশুর জন্মের পূর্বে □□□□□;ঈশ্বরদের মণ্ডলী□□□□□; এবং □□□□□;খ্রীষ্টের দেহ□□□□□;-এর উল্লেখ রয়েছে।

## ১৪. আত্মার প্রাক-মরণ অস্তিত্ব (প্রাক-অস্তিত্বহীনতা বনাম স্বর্গে আত্মিক সন্তান)

নতুন নিয়মের মতবাদ: নতুন নিয়ম মরণোত্তর অস্তিত্বের শিক্ষা দেয় না (১ করিন্থীয় ১৫:৪৬, যোহন ১:৩)।

বুক অফ মরমন-এর বৈপরীত্য: আলমা ১৩:৩-৫ এবং এলডিএস ধর্মতত্ত্ব মরণোত্তর আত্মার অস্তিত্বের শিক্ষা দেয়।

## ১৫. শাস্ত্র অগ্রগতি ও মহিমান্বিতকরণ (অপরিবর্তনীয় ঈশ্বর বনাম ঈশ্বরে পরিণত হওয়া মানুষ)

নতুন নিয়মের মতবাদ: ঈশ্বর ও খ্রীষ্ট অপরিবর্তনীয় (ইব্রীয় ১৩:৮; রোমীয় ৮:১৭ উত্তরাধিকারের কথা বলে, দেবত্ব প্রাপ্তির কথা নয়)।

বুক অফ মরমন-এর বৈপরীত্য: ৩ নেফি ২৮:১০, ডিঅ্যান্ডসি ১৩২:১৯-২০ ঈশ্বর-সদৃশ মর্যাদায় উত্তরণের শিক্ষা দেয়।

## ১৬. মৃতদের জন্য বাপ্তিস্ম (ব্যক্তিগত বাপ্তিস্ম বনাম প্রক্সি অধ্যাদেশ)

নতুন নিয়মের মতবাদ: বাপ্তিস্ম জীবিতদের জন্য; মৃত্যুর পর মরণোত্তর বিচার হয় (ইব্রীয় ৯:২৭)।  
মরমন গ্রন্থের বৈপরীত্য: মতবাদ ও চুক্তি ১২৮ মৃত ব্যক্তির জন্য প্রক্সি বাপ্তিস্মের অনুমতি দেয়।

## ১৭. গোপন সংমিশ্রণ ও শপথ (শপথ গ্রহণ না করা বনাম পবিত্র চুক্তি)

নতুন নিয়মের মতবাদ: শপথ করা নিষিদ্ধ (মথি ৫:৩৪-৩৭)।

বুক অফ মরমন-এর বৈসাদৃশ্য: ইথার ৮:১৪-১৯, হেলাম্যান ৬:২২-২৬, এবং এলডিএস মন্দিরের অনুষ্ঠানগুলোতে পবিত্র চুক্তি জড়িত থাকে।

## ১৮. একাধিক স্বর্গ বা মহিমার স্তর (দ্বৈত পরকাল বনাম ত্রিরাজ্য)

নতুন নিয়মের মতবাদ: পরকাল দ্বিবিধ—অনন্ত জীবন অথবা শাস্তি (মথি ২৫:৪৬)।

মরমন গ্রন্থের বৈসাদৃশ্য: মতবাদ ও চুক্তি ৭৬ অধ্যায়ে মহিমার তিনটি স্তর উপস্থাপন করা হয়েছে।

## ১৯. খ্রিস্টের পুনরুত্থান-পরবর্তী পরিচর্যার স্থান (যিহূদিয়া সফর বনাম আমেরিকা সফরের মধ্যে সীমাবদ্ধ)

নতুন নিয়মের মতবাদ: পুনরুত্থানের পর যিশুর আবির্ভাব সীমিত ছিল (প্রেরিত ১:৩)।

মরমন গ্রন্থের বৈসাদৃশ্য: ৩ নেফি ১১-২৬ অধ্যায়ে যিশুর আমেরিকা সফরের বর্ণনা রয়েছে।

## ২০. বহুবিবাহ (একবিবাহের মানদণ্ড বনাম শর্তসাপেক্ষ অনুমোদন)

নতুন নিয়মের মতবাদ: নেতাদের একনিষ্ঠ হওয়া উচিত (১ তীমথিয় ৩:২)।

মরমন গ্রন্থের বৈপরীত্য: যাকোব ২:২৪-২৭ বহুবিবাহের নিন্দা করে, কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ থাকলে তার অনুমতি দেয়।

## ২১. প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দাবি (সমর্থিত প্রেক্ষাপট বনাম অপ্রমাণিত সভ্যতা)

নতুন নিয়মের মতবাদ: নতুন নিয়মের প্রেক্ষাপট ঐতিহাসিক প্রমাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বুক অফ মরমন-এর বৈসাদৃশ্য: কলম্বাস-পূর্ববর্তী আমেরিকান সভ্যতাগুলোর বর্ণনা দেয়, যেগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক সমর্থন নেই।

## মরমনদের দ্বন্দ্বের সারসংক্ষেপ

না।	বিষয়	নতুন নিয়মের মতবাদ	মরমন/বুক অফ মরমন মতবাদ	মূল বৈপরীত্য
১	ঈশ্বরের প্রকৃতি	কঠোর একেশ্বরবাদ; এক ঈশ্বর	দেবতাদের বহুত্ব, উন্নত মানুষ হিসেবে ঈশ্বর	একেশ্বরবাদ বনাম বহুঈশ্বরবাদ
২	পরিত্রাণ	কেবলমাত্র বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহে	কর্মের পর অনুগ্রহ, প্রচেষ্টার দ্বারা উন্নতি	বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণ বনাম কর্মের মাধ্যমে পরিত্রাণ
৩	বিবাহ এবং পরকাল	পুনরুত্থানে কোনো বিবাহ নেই	চিরস্থায়ী বিবাহ এবং প্রজনন	ক্ষণস্থায়ী বিবাহ বনাম চিরস্থায়ী বিবাহ
৪	যাজকত্বের কর্তৃত্ব	বিশ্বাসীদের সার্বজনীন যাজকত্ব	একচেটিয়া হারোগীয় ও মেলকিসেদেক যাজকত্ব	সার্বজনীন বনাম শ্রেণিবদ্ধ যাজকত্ব

না।	বিষয়	নতুন নিয়মের মতবাদ	মরমন/বুক অফ মরমন মতবাদ	মূল বৈপরীত্য
৫	ধর্মগ্রন্থের পর্যাপ্ততা	ধর্মগ্রন্থ বিশ্বাসীকে পূর্ণতা দান করে।	অতিরিক্ত প্রকাশের প্রয়োজন	বৃদ্ধ ক্যানন বনাম উন্মুক্ত ক্যানন
৬	জাতিগত/নৃগোষ্ঠীগত পার্থক্য	খ্রীষ্টে সকলে সমান	জাতিভিত্তিক অভিশাপ/বিধিনিষেধ	সমতা বনাম পার্থক্য
৭	যিশুর জন্মস্থান	বেথলেহেম	জেরুজালেম (পূর্বপুরুষদের ভূমি)	নির্দিষ্ট বনাম সাধারণ অবস্থান
৮	ক্রুশবিদ্ধকরণের সময় অন্ধকার	তিন ঘণ্টা	তিন দিন	সময়কালের পার্থক্য
৯	মহাযাজকত্বের কাঠামো	একবারে একজন মহাযাজক	একই সাথে একাধিক মহাযাজক	একবচন বনাম বহুবচন যাজকত্ব
১০	সেকেন্দ্রে উদ্ভূতি	পুনরুত্থানের পরে লেখা নতুন নিয়ম	নিউ টেস্টামেন্টের অনুচ্ছেদ উদ্ভূতকারী নিউ টেস্টামেন্টের পূর্ববর্তী পাঠ্যসমূহ	ঐতিহাসিক ক্রম বনাম কালবৈষম্য
১১	প্রভুর প্রার্থনা স্তবগান	মূল কপিতে অনুপস্থিত	□□□-এ অন্তর্ভুক্ত	পাঠ্য বৈচিত্র্য অন্তর্ভুক্তি
১২	পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে নতুন নিয়মের ভাষ্য	স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক উৎস	□□□-এ মিশ্রিত উদ্ভূতি	ভুল আরোপ
১৩	গির্জার অস্তিত্ব	পুনরুত্থান-পরবর্তী গঠন	পুনরুত্থানের পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠা	কালানুক্রমিক দ্বন্দ্ব
১৪	প্রাক-মরণশীল অস্তিত্ব	আত্মার কোনো পূর্ব-অস্তিত্ব নেই	স্বর্গে আত্মিক সন্তান	প্রাকৃতিক বনাম আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা
১৫	শাস্ত্র অগ্রগতি/উন্নতি	অপরিবর্তনীয় ঈশ্বর	মানুষ দেবতা হয়ে উঠছে	ঐশ্বরিক প্রকৃতি বনাম মানব অগ্রগতি
১৬	মৃতদের জন্য বাপ্তিস্ম	ব্যক্তিগত বাপ্তিস্ম	মৃতদের জন্য প্রকৃতি অধ্যাদেশ	চূড়ান্ততা বনাম মরণোত্তর অনুষ্ঠান
১৭	গোপন সংমিশ্রণ/শপথ	শপথ করা যাবে না	গোপনীয়তার সাথে পবিত্র চুক্তি	উন্মুক্ততা বনাম গোপনীয়তা
১৮	পরকালের কাঠামো	বাইনারি পরকাল	গৌরবের তিনটি স্তর	বাইনারি বনাম গ্রেডেড পরকাল
১৯	খ্রিস্টের পরিচর্যার অবস্থান	যিহুদিয়ায় সীমাবদ্ধ	আমেরিকা ভ্রমণ	আঞ্চলিক বনাম বৈশ্বিক উপস্থিতি
২০	বহুবিবাহ	একবিবাহের মানদণ্ড	শর্তসাপেক্ষ ভাতা	একবিবাহ বনাম বহুবিবাহ
২১	প্রত্নতাত্ত্বিক দাবি	সমর্থিত সেটিংস	অপ্রমাণিত □□□ সভ্যতা	সমর্থিত বনাম অসমর্থিত ইতিহাস

মরমনদের দৃষ্টিকোণ থেকে, তাদের মতবাদগুলো নিউ টেস্টামেন্টের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ তারা অনুবাদের ত্রুটির কারণে মূল পাঠ থেকে হারিয়ে যাওয়া □□□□□; সরল ও মূল্যবান □□□□□; সত্যগুলোকে পুনরুদ্ধার করে। তাদের বিশ্বাস, বাইবেল কেবল তখনই নির্ভরযোগ্য যখন তা সঠিকভাবে অনুদিত হয়। তবে, নিউ টেস্টামেন্টের গ্রিক ভাষায় এমন কোনো অসম্পূর্ণতা বা সংযোজনের প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। এই বৈপরীত্যগুলো শুধুমাত্র নিউ টেস্টামেন্টের মূল ভাষার উপর ভিত্তি করে মৌলিক পার্থক্যগুলোকে তুলে ধরে। একটি পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সম্পূর্ণ পাঠ্যগুলো পর্যালোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়, কারণ মরমনরা মনে করে যে এই আপাত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও বুক অফ মরমনস নিউ টেস্টামেন্টের পরিপূরক।